উপসংহার

রাজনৈতিক টানা পোড়েন -এ গৌড় রাষ্ট্র বার বার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়েছে নানান সময়ে। তবে ইদানিং কালের গৌড়বঙ্গ-র আকৃতি খুবই ক্ষুদ্রতর; বিশেষ করে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে গৌড়বঙ্গ, মূলত পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলাকে কেন্দ্র করে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। এই তিন জেলার ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বসবাস কারি লোকেদের নির্বাচিত লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনাই ছিল আমাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা যথাযথ ভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি প্রতিটি বিষয়কে। আলোচনার শেষ পর্বে এসে যে কথা গুলি অবশ্যই আমাদের বলা দরকার...

লোকসংস্কৃতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে মোটামুটি সাতের দশকে। ফলে চার দশকের উপর তার প্রবাহ। সুফী মাস্টারের হাতে যে গম্ভীরার খ্যাতি ও ব্যাপ্তি তার মশাল তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সোলেমান সরদার। পরবর্তী কালে গোপীনাথ শেঠ, গোবিন্দ লাল শেঠের হাত ধরে দোকড়ি চৌধুরী, মটরার অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে গম্ভীরা এককালে গৌড়বঙ্গের মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল এবং খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট, প্রতিভাবান রচনাকার টিভি চ্যানেলের রমরমা ব্যাবসা এবং সর্বপরি গম্ভীরা দলগুলির দলদাসে পরিণত হওয়ার ফলে পূর্বের খ্যাতি হারিয়েছে গম্ভীরা গান।

এর ফলে ক্লাব বা অন্য কোনো সংস্থা গম্ভীরাগানের বায়না না দিলে গম্ভীরাগানের অনুষ্ঠান হয় না। এবং সরকারী উদ্যোগে যে অনুষ্ঠান করা হয় তার পারিশ্রমিক এত কম যে গম্ভীরা গানের অভিনেতাদের প্রায় কিছুই থাকেনা। তার উপর যাওয়া আসার নানান রকম ঝক্কি। তার মতে ৬০০০ টাকা হলেও অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক সময় অনুষ্ঠান করে দিই। সাড়ে তিন হাজারে কখনো পূর্ণাঙ্গ গম্ভীরা সঙ্গীত গাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। সে ক্ষেত্রে তারা বাজনাদার সহ ৮ জনের একটি দল পাঠিয়ে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার অনুষ্ঠানে সমাপ্ত করতে হয়। দল পরিচালক অসীম রায়, রবিশংকর ঘোষ, অরুণ বসাকেরও একই মত। ফলে গম্ভীরা সঙ্গীত বেঁচে থাকলেও আগামী দিনে হয়তো আর পূর্ণাঙ্গ গম্ভীরা থাকবে না। আংশিক গম্ভীরা কেবলমাত্র টিকে থাকবে।

খনগানের মত এত গুরুত্বপূর্ণ লোকনাটকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে টিভি, কম্পিউটর,

ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার এর সাহায্য নেওয়া উচিৎ। অনেকের মত — যান্ত্রিকতার এই বাড়বাড়ন্ত হওয়ার ফলে প্রতিটি লোকনাটকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। এ সম্পর্কে আমাদের মত ভিন্ন। আমাদের ধারণা, এ সময়ে দাঁড়িয়ে ঐ সমস্ত তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খনগানের কলাকুশলীরা পেরে উঠছেন না। তাছাড়া খন গান তার আগের মাধুর্য্য এবং আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক চাপে পড়ে। ফলে আগের মত সরাসরি সমাজের কেচ্ছা কেলেংকারি নিয়ে টোনটিং করার সাহস আর কোন খন দলই দেখান না।

যথার্থ শিক্ষিত এবং পালা রচনার ওস্তাদ লোকেরও যথেষ্ট অভাব। নেই কোন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা, যথার্থ শিক্ষা গুরু। আর্থিক স্বচ্ছলতাও না আসায় যুব সমাজ এই লোকনাট্যে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া আছে সরকারী উদাসীনতাও। কোন সরকারই সরকার বিরোধী কথা শুনতে রাজি নয় লোকনাট্য দলগুলির কাছ থেকে। ফলে পুলিশি ঝামেলা আর কেউ অকারণে পোঁহাতে না চাওয়ার কারণে খন লোকনাটকটি ধীরে ধীরে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনই সব মহল সজাগ না হলে খুব তাড়াতাড়ি এর অবলুপ্তি হবে বলে মনে হয়।

তারপরে গঙ্গা, মহানন্দা, কালিন্দ্রি টাঙন দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। একের পর এক এসেছে আলকাপের বিখ্যাত ওস্তাদ ও গায়ক। এক দল ভেঙে গঠিত হয়েছে অন্য আর একটি দল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আলকাপের অঙ্গিকেরও নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে। সিনেমা ও যাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে আলকাপ গান হয়েছে আলকাপ যাত্রা বা আলকাপ পঞ্চরস। আর তাদের অস্তিত্বটিকে আছে মুষ্টিমেয় কিছু ক্লাবের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে এবং মূলত জুয়াড়িদের ব্যবসার উপর। সরকারী উদ্যোগে কখনো কখনো নির্ধারিত কয়েকটি অনুষ্ঠান হলেও তা দিয়ে একটি দলকে টিকিয়ে রাখা যায় না। ফলে অনেকেই এই গানের উপর আর আস্থা রাখতে পারছে না তাই তাদের বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে নিতে ভিন রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে কাজের খোঁজে। তাছাড়া দীলিপ খলিফার মতে — "কোনো শিক্ষিত ছেলে মেয়ে অভিনয় অভিনেতা-অভিনেত্রী না হয়ে আসার ফলে উৎকৃষ্টতারও ..... থাকছে এবং রুচী মান নিম্নগামী হচ্ছে।" তবু আমরা বলব লোকনাট্য আলাকাপ প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সে তার রূপান্তরে অংশ গ্রহণ করে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। হয়তো সে পথ আরও একটু জটিল হবে, তবু সে টিকে থাকবে বাংলার লোক সংস্কৃতি আসনে। তার অস্তিত্ব

টিকিয়ে রাখতে আমাদেরও সকলের সমবেত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

ডোমনি গানের মূল স্বাদ পেতে হলে তার মূল ভাষাতেই শুনতে হবে। হিন্দী-বাংলা-ভোজপুরি ও মৈথিলী মিশ্রিত খোট্টা ভাষায়। নচেৎ ডোমনির রসাস্বদনের ফল খন্ডবৎ হবেই। তবে মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বাইরে বেরলে মূলত বাংলা ভাষাতেই অভিনিত হলেও মাঝে মাঝে খোট্টার ব্যবহার যথেষ্ট মজার। তাতে শ্রোতাদেরও বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হয় না।

কিন্তু সাতের দশক পর্যন্ত ডোমনি লোকনাট্য মালদাতেই মৃত প্রায় হয়েছিল। কারণ খোট্টা ভাষা-ভাষি এলাকা ছাড়া এই গানের কদর তেমন ছিল না, কেননা বাংলা ভাষাভাষি সহ অন্যরা তেমন ভাবে খোট্টা না বুঝতে পারায় এই লোক নাট্যের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ দেখাননি দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ। ইদানিং মূল বাংলা ভাষাতে পালাগুলি পরিবেশিত হওয়ার জন্য ডোমনি গানের প্রচলন ও প্রসার যথেষ্ট-ই বেড়েছে বলে ডোমনি শিল্পীদের বিশ্বাস, আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষায় ও তেমনই তথ্য উঠে এসেছে, ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ডোমনি লোক নাট্যের কদর ও জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

তবে নানান ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে প্রতিটি লোকসংস্কৃতি অবশ্যই টিকে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরিশেষের বক্তব্য, আমাদের আলোচ্য লোকসঙ্গীত গুলি বিশেষ ভাবে লোকনাট্য বলেও বিবেচিত হতে পারে।